হার স্টোরিজ

সাহসী নারীদের দুঃসাহসিক অর্জনের গল্প *

* বাংলাদেশের এই গল্পগুলো বলেছে অমিয়া

boobook

সম্পাদক || জেরীন মাহমুদ হোসেন
প্রোজেক্ট কিউরেটর || ক্যাটারিনা ডন
অলংকরণ পরিচালক || কাজী এস্টেলা ইমাম

গবেষণা সমন্বয়কারী || ড. সেউতি সবুর | অদিতি সবুর

গবেষকবৃন্দ || আবিদুল হক | আবু নাসের | অদীপ্ত ইনতিসার আহমেদ | অরুনিমা কিশোর দাস |
ফাইকা রহমান | হালিমা তুস সাদিয়া | মাহিরাতুল জান্নাত | নাবিলা সালওয়া জাহান |
নাফিজা কাজী ইকবাল | শাহাদাত হোসেন

লেখক || অমিত আশরাফ | ইশরাত জাহান | নামিরা হোসেইন | নিশা আলী | নুহাশ হুমায়ূন |
রাফি সামস | সিফাত জামান

অনুবাদকবৃন্দ || ফাবিহা সাহাব উদ্দিন | সিফাত জামান |
ভাষান্তর সম্পাদনা || সৈয়দা রিজওয়ানা ত্বিষা
ভাষান্তর সম্পাদনা সহযোগী || সন্দীপন ভট্টাচার্য | ফারিহা মৃন্ময়ী

অলংকরণশিল্পী (সূচিপত্রের ক্রমঅনুসারে) || ইনশ্রা সাখাওয়াত রাসেল | রোকেয়া সুলতানা |
সাইকা এস. চৌধুরী | নাজমুন নাহার কেয়া | হুমায়রা কবির আভা | ফারাহ খন্দকার |
সারিয়া সাগৌর | তাহমিনা হাফিয লিজা | আনিকা মরিয়ম আহমেদ | কাজী এস্টেলা ইমাম |
তাবাসসুম সালমা ইসলাম | ঢাকাইয়া

বিশেষ ধন্যবাদ || খুশি কবির | নিশাত জাহান | নায়রা খান | ইয়াসমিন লস্কর খান | জ্যানেট লা ফোলেত
লিজা হোসেন | আমরিন বশির | ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ | ড. সেলিম মোজাহার | ড. সিরাজ সালেকীন

প্রথম প্রকাশ || বৈশাখ ১৪২৫, মে ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ || বৈশাখ ১৪২৬, এপ্রিল ২০১৯

আইএসবিএন || 978-984-90752-7-1

কপিরাইট || হারস্টোরি ফাউন্ডেশন
হারস্টোরি ফাউন্ডেশনের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশের কোন ধরনের প্রতিলিপি,
অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এ শর্ত অমান্য হলে উপযুক্ত আইনী ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

প্রকল্প প্রতিষ্ঠাতা || জেরীন মাহমুদ হোসেন
প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক || এনার্জিস লিমিটেড
প্রকাশক || হারস্টোরি ফাউন্ডেশন

www.herstorybd.org

আন্তর্জাতিক পরিবেশক || মনফকিরা, ভারত
বাংলাদেশ পরিবেশক || নোকতা | বাতিঘর

মুদ্রণ || প্রগ্রেসিভ প্রিন্টারস প্রাঃ লিঃ

boobook

এই বইটির পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন প্রাচীন বাংলার
অন্যতম কিংবদন্তি খনা।
তিনি ছিলেন অকুতোভয় এবং একজন দুর্নিবার নারী
যাঁর প্রজ্ঞা আজও আমাদের পথ দেখায় ...

বইটি সকল শিশু-কিশোর
এবং অবশ্যই মায়েদের জন্য...

boobook boobook

এই বইটি যার জন্য

হারস্টোরিজের সময়কাল

গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট প্রাচীন বাংলা হতে
বতর্মানের বাংলাদেশ পর্যন্ত।

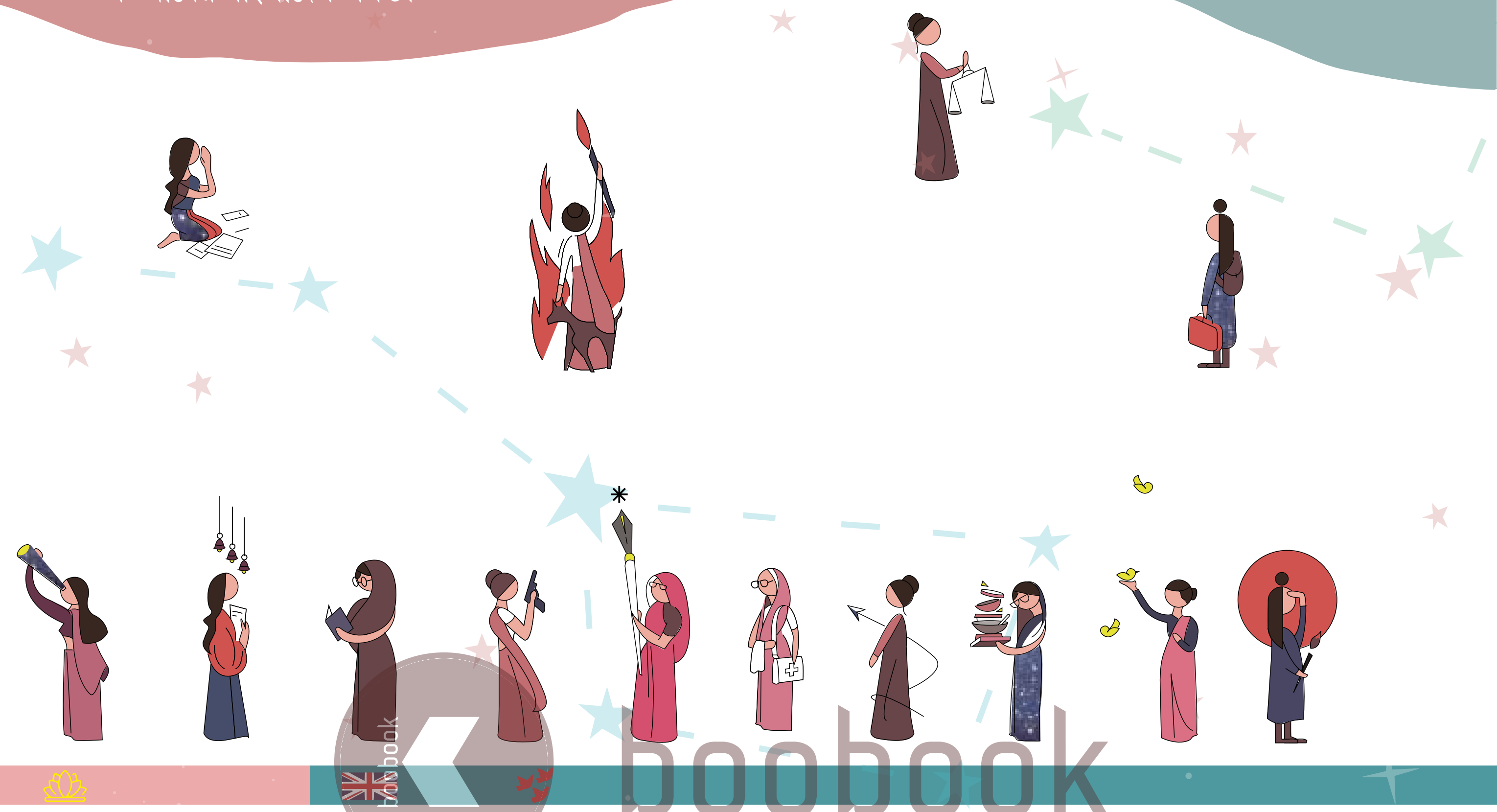

boobook

৮০০-১২০০	১৫৫০ - ১৬০০	১৮৮০ - ১৯৩২	১৯১১ - ১৯৩২	১৯১১ - ১৯৯৯	১৯১২ - ২০০৭	১৯২৫ - ২০০২	১৯২৯ - ১৯৯৪	১৯৩০ - ২০১৪	১৯৩০ - ২০১৫
খনা জ্যোতির্বিদ	চন্দ্রাবতী গল্পকথক	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন শিক্ষাবিদ	প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বিপ্লবী	সুফিয়া কামাল কবি	ডা. জোহরা বেগম কাজী চিকিৎসক	ইলা মিত্র সংগ্রামী	জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধ তদন্তকারী	ফিরোজা বেগম সংগীতশিল্পী	নভেরা আহমেদ ভাস্কর

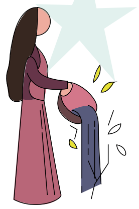

🪷	৮০০-১৭৫৭	প্রাচীন বাংলা পাল, সেন, সুলতানী ও মুঘল শাসন
🇬🇧	১৭৫৭-১৯৪৭	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি - ব্রিটিশ ইন্ডিয়া শাসনকাল
🕊	১৮৫৭-১৯৪৭	ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন
🗺	১৯৪৭	দেশ বিভাগ ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয়ে ভারত,পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান এর জন্ম
⬅	১৯৫২	ভাষা আন্দোলন
🇧🇩	১৯৭১	মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ

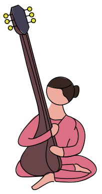

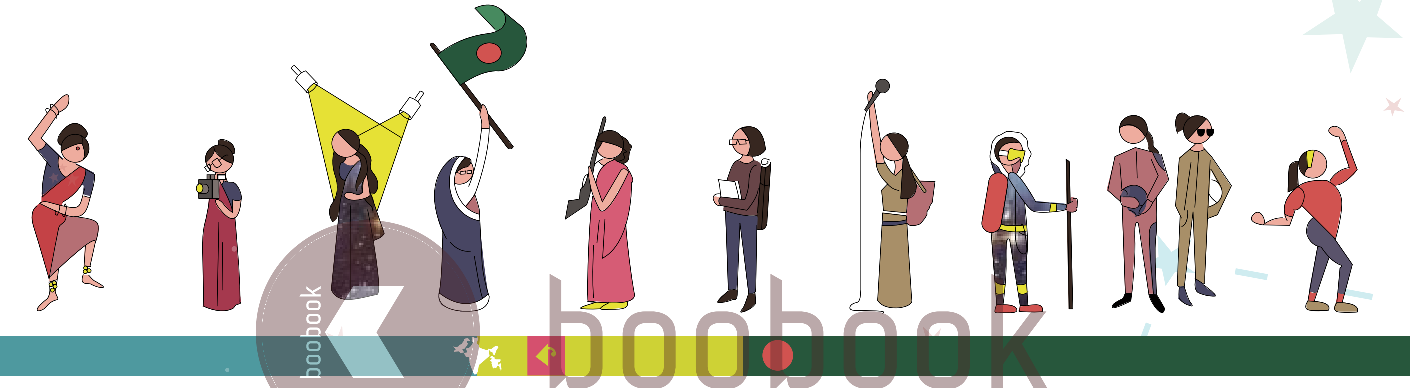

১৯৩১ - ২০০২	১৯৩৭	১৯৪২	১৯৪৭	১৯৫৭	১৯৬৮	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯০, ১৯৯৩	১৯৯৯
রওশন জামিল	সাইদা খানম	ফেরদৌসী মজুমদার	শেখ হাসিনা	তারামন বিবি	মেরিনা তাবাসসুম	কল্পনা চাকমা	নিশাত মজুমদার	নাইমা হক তামান্না-ই-লুতফি	মাবিয়া আক্তার
নৃত্যশিল্পী	আলোকচিত্রী	অভিনেত্রী	রাজনীতিবিদ	মুক্তিযোদ্ধা	স্থপতি	মানবাধিকার কর্মী	পর্বতারোহী	কমব্যাট পাইলট	ভারোত্তোলক

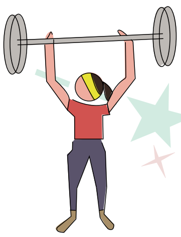

আমাদের সুপারগার্লেরা

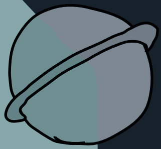

খনা ইলাস্ট্রেশন: রোকেয়া সুলতানা	জ্যোতির্বিদ	৮
চন্দ্রাবতী ইলাস্ট্রেশন: ইনশ্রা সাখাওয়াত রাসেল	গল্পকথক	১০
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ইলাস্ট্রেশন: সাইকা এস. চৌধুরী	শিক্ষাবিদ	১২
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ইলাস্ট্রেশন: নাজমুন নাহার কেয়া	বিপ্লবী	১৪
সুফিয়া কামাল ইলাস্ট্রেশন: হুমায়রা কবির আভা	কবি	১৬
ডা. জোহরা বেগম কাজী ইলাস্ট্রেশন: ফারাহ খন্দকার	চিকিৎসক	১৮
ইলা মিত্র ইলাস্ট্রেশন: সারিয়া সাগৌর	সংগ্রামী	২০
জাহানারা ইমাম ইলাস্ট্রেশন: তাহমিনা হাফিয লিজা	যুদ্ধাপরাধ তদন্তকারী	২২
ফিরোজা বেগম ইলাস্ট্রেশন: আনিকা মরিয়ম আহমেদ	সংগীতশিল্পী	২৪
নভেরা আহমেদ ইলাস্ট্রেশন: হুমায়রা কবির আভা	ভাস্কর	২৬
রওশন জামিল ইলাস্ট্রেশন: নাজমুন নাহার কেয়া	নৃত্যশিল্পী	২৮
সাইদা খানম ইলাস্ট্রেশন: সারিয়া সাগৌর	আলোকচিত্রী	৩০

boobook

ফেরদৌসী মজুমদার অভিনেত্রী ৩২
ইলাস্ট্রেশন: তাহমিনা হাফিয লিজা

শেখ হাসিনা রাজনীতিবিদ ৩৪
ইলাস্ট্রেশন: নাজমুন নাহার কেয়া

তারামন বিবি মুক্তিযোদ্ধা ৩৬
ইলাস্ট্রেশন: ইনশ্রা সাখাওয়াত রাসেল

মেরিনা তাবাসসুম স্থপতি ৩৮
ইলাস্ট্রেশন: কাজী এস্টেলা ইমাম

কল্পনা চাকমা মানবাধিকার কর্মী ৪০
ইলাস্ট্রেশন: ফারাহ খন্দকার

নিশাত মজুমদার পর্বতারোহী ৪২
ইলাস্ট্রেশন: তাবাসসুম সালমা ইসলাম

নাইমা হক ও তামান্না-ই-লুতফি কমব্যাট পাইলট ৪৪
ইলাস্ট্রেশন: ঢাকাইয়া

মাবিয়া আক্তার ভারোত্তোলক ৪৬
ইলাস্ট্রেশন: তাবাসসুম সালমা ইসলাম

সুপারনোভা আমার মা ৪৮
ইলাস্ট্রেশন: ইনশ্রা সাখাওয়াত রাসেল

boobook

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

শিক্ষাবিদ

১৮৮০-১৯৩২

সুন্দর এক সকালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ঘুম ভাঙে ‘নারীস্থান’ নামক চমৎকার এক রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের সেই দেশে সব কিছুই হয় সুপারগার্লদের ইচ্ছেমতো, আর সেখানে তারা যা চায় তা-ই করতে পারে! কিন্তু বাস্তবের পৃথিবী রোকেয়ার স্বপ্নের রাজ্যের চেয়ে অনেক আলাদা ছিল।

যে সময়ে রোকেয়ার জন্ম, সেই সময়ে মেয়েদের, বিশেষত মুসলিম মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া এবং পড়ালেখা করার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু পড়ালেখার প্রতি রোকেয়ার ছিল প্রবল আকর্ষণ। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়ায় তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয়া ছিল একটি আকাশকুসুম কল্পনা।

রোকেয়ার এই অদম্য আগ্রহ দেখে তাঁর বড় ভাই লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে পড়ালেখা শেখাতে শুরু করেন। গভীর রাতে বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, চুপিচুপি বিছানা ছেড়ে রোকেয়া ভাইয়ের কাছে পড়তে যেতেন। এ জন্য পদে পদে কত যে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে! কতটা আগ্রহ আর একাগ্রতা থাকলে মানুষ শিক্ষার জন্য এমন কঠোর সাধনা করতে পারে, বলো তো!

boobook

কিছুদিন পর রোকেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর স্বামী অন্যদের মতো ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মুক্তমনের মানুষ। স্বামীর উৎসাহে তিনি আরও পড়ালেখার সুযোগ পান এবং লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর লেখা এত ভালো হতে লাগল যে তা প্রায়ই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হতো! যে—‘নারীস্থানে’র স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাঁর ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নামের বইয়ে আমরা তার পরিচয় পাই। তাঁর লেখায় সব সময় ফুটে উঠত নারীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করার কথা এবং তাদের অধিকারের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই অধিকার আদায় তখনই সম্ভব, যখন মেয়েরাও পড়ালেখা করার সুযোগ পাবে।

আর এই বিশ্বাসের পথ ধরে তিনি ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ নামে মেয়েদের জন্য প্রথম একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় এই স্কুলের পথ চলা, কিন্তু প্রতি বছরই বাড়তে লাগল এই সংখ্যা। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রোকেয়া নিজে। ছোটবেলায় খুব ইচ্ছে থাকলেও তো তিনি কখনো স্কুলে যেতে পারেননি, তাই তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

রোকেয়াকে আমরা আজও শ্রদ্ধা করি তাঁর অসীম কর্মশক্তি আর স্বপ্নের পথে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। ভবিষ্যৎ নারীপ্রজন্মের জন্য যে আলোর দুয়ার তিনি খুলেছিলেন, তা অনুসরণ করে এগিয়ে গেছে আমাদের বইয়ের আরও অনেক সুপারগার্ল।

boobook

সুফিয়া কামাল

কবি

১৯১১-১৯৯৯

সুফিয়া কামাল ও বিপ্লবী প্রীতিলতা একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন। সুফিয়াও প্রীতিলতার মতো স্বাধীনতা চাইতেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের ইচ্ছাপূরণ করার স্বপ্নও দেখতেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলার অন্যতম কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

বড় হওয়ার সময় সুফিয়াকে প্রায়ই শুনতে হতো “মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে নেই, মেয়েদেরকে ঘরের কাজ করতে হবে।” সুফিয়া বুঝতে পারতেন না, কেন ঠিক একই নিয়ম ছেলেদের মানতে হয় না? তাই তিনি নিয়ম ভাঙার পথ ধরেই পড়ালেখা থেকে শুরু করে ঘরের বাইরে একা চলাফেরা করা, এমনকি চাকরি পর্যন্ত করেছেন। তখনকার সময়ে এ সবই ছিল মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ। সে সময় মেয়েদের মত প্রকাশের কোনো অধিকারই ছিল না! কিন্তু তিনি যে শুধু কথা বলেছেন তাই নয়, বরং তাঁর বলা কথাগুলো এত জোরালো যে অন্যরা তা শুনতে বাধ্য হয়েছিল।

বাস্তব জীবনে এবং লেখালেখির ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল ছিলেন অনন্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ জন্য তাঁকে ‘ধূমকেতু’ নামে ডাকতেন। কেননা, তিনি ছিলেন অন্যদের জন্য পথ প্রদর্শক। এ দেশের প্রথম বাংলা ম্যাগাজিন ‘বেগম’-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুফিয়া। ম্যাগাজিনটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। আর এটি ছিল বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ছবি সংবলিত। এই ম্যাগাজিনটি ছিল মেয়েদের জন্য তথ্যবহুল। আরও মজার বিষয় কী, জানো? এর সব লেখা মেয়েদের! এতে ডাল রান্না করার প্রণালী যেমন জানা যেত, তেমনি নারীশিক্ষার সম-অধিকারের কথাও জানা যেত। সারা দেশে এই ম্যাগাজিনটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

boobook

আজীবন সুফিয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম সৈনিক। নিজে তো সক্রিয় ভাবে এতে অংশ নিয়েছিলেনই, সাথে অন্য নারীদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সবার মতো তিনিও চেয়েছিলেন মায়ের ভাষা বাংলাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

সুফিয়া কামালের গল্প আমাদের বোঝায় শব্দের মাধ্যমে কী ভাবে চারপাশের পৃথিবী বদলে দেয়া যায়। তাঁর লেখালেখি, সম্পাদনা এবং সমাজসেবা মেয়েদের জন্য এক সুন্দর পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। তিনি সারা জীবন মুক্তচিন্তার পক্ষে কাজ করেছেন। অর্থাৎ যারা ধর্ম, জাতি এ সব নিয়ে মানুষের ভেতর অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন।

ডা. জোহরা বেগম কাজী

চিকিৎসক

১৯১২-২০০৭

সমাজে তখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, সে সময় বিশাল মনের ছোট্ট একটি মেয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। জোহরা বেগম কাজীর যখন জন্ম, দেশে তখন ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তির আন্দোলন চলছিল। এত লড়াইয়ের মাঝে নানা রকম রোগের প্রকোপ বেড়ে গিয়েছিল। এর সাথে দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। প্রতি বছর অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে, তাই সে সময় ভালো ডাক্তারের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় কী, জানো? সেকালে কোনো মেয়ে-চিকিৎসকই ছিল না! কারণ, তখন ধারণা ছিল চিকিৎসকের পেশাটি শুধু ছেলেদের জন্য!

জোহরার মা-বাবা তাঁকে শিখিয়েছিলেন তাঁর মন যা চাইবে তিনি তা-ই করতে বা হতে পারবেন। জোহরার বাবাও ছিলেন একজন চিকিৎসক। তিনি বাবার সাথেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। দেখতেন কী ভাবে বাবা রোগীদের সেবা করছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ডাক্তারদের মতো একদিন তিনিও সাদা ল্যাবকোট পরবেন।

boobook

জোহরা ডাক্তারি পড়া শুরু করেন এবং মাত্র ২৩ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। জানো তো, জোহরাই বাংলার প্রথম নারী-চিকিৎসক। তিনি গ্রামে গ্রামে দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা করতেন। কখনো কোনো রোগীর কাছে জানতে চাননি কী তার ধর্ম, কী তার শ্রেণি। তিনি সমান শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সাথেই সকলের চিকিৎসা করতেন। একজন ভালো ডাক্তারের তো এমনই হওয়া উচিত, তাই না?

ডা. জোহরা অনেক সময় ব্যয় করতেন মানুষকে স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণা দিতে। তিনি লক্ষ করেছিলেন, অনেক মহিলা কেবল লজ্জার বশে চিকিৎসকের কাছে যেত না। এর পরিবর্তে তারা নানা ধরনের হাতুড়ে চিকিৎসক কিংবা ওঝার কাছে যেত এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত ওষুধ খেত। বেশির ভাগ সময় এ সব ওষুধ খেয়ে রোগীরা আরও বেশি অসুস্থ হতো। ডা. জোহরা মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। সেখানে তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রোগ-জীবাণু সম্পর্কে মানুষকে জানাতেন। তিনি সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন ওষুধ জাদুকরি কোনো জিনিস নয়, বরং এটি কাজে লাগিয়ে সুস্থ থাকা যায়।

দেশ যখন জরা, বিভেদ আর যুদ্ধে জর্জরিত ছিল তখন এই মহৎ চিকিৎসক ওষুধের বাক্স নিয়ে তৈরি ছিলেন মানুষের সেবা করতে।

ফিরোজা বেগম

সংগীতশিল্পী

১৯৩০-২০১৪

এ বার পরিচিত হওয়ার পালা ফিরোজা বেগম নামের এক সঙ্গীতশিল্পীর সাথে—যাঁর সুমধুর কণ্ঠ ছড়িয়ে গিয়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। সুরেলা কণ্ঠের জন্য তাঁকে ‘বাংলার নাইটিংগেইল্’ উপাধি দেয়া হয়। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিলেন ফিরোজা।

ফিরোজা গান খুব ভালোবাসতেন। তাঁর বাবা-মা জানতেন, তাঁদের সন্তানের অসাধারণ প্রতিভা আছে। তাই তাঁর বয়স যখন দশ, তখন তাঁরা মেয়েকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেন। এর মাঝেই ফিরোজার দেখা হয় বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। তাঁর সাথে পরিচয় হওয়ার পরেই জীবন বদলে যেতে শুরু করে ফিরোজার।

তিনি কবির একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। নজরুলের কবিতাগুলোকে তিনি তানপুরা বাজিয়ে গাইতে চেষ্টা করতেন। কবিতার শব্দকে সুরে পরিবর্তিত করা কিন্তু মোটেও সহজ কাজ নয়। ফিরোজা দিন-রাত পরিশ্রম করতেন যেন আরও ভালো গান গাইতে পারেন।

boibook

ফিরোজার প্রথম গানের রেকর্ড মুক্তি পেলে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু সেই সময়ের সামাজিক গোঁড়ামির কারণে কিছু মানুষ তাঁর এই গান গাওয়াকে ভালো ভাবে গ্রহণ করল না। এ সবে চিন্তিত হয়ে ফিরোজা বেশ কিছুদিন গানের জগৎ থেকে দূরে সরে ছিলেন। এমন সময় দেশবিভাগের ডামাডোল বেজে উঠলে অনুপ্রেরণার জন্য মানুষের জীবনে গান আর কবিতার খুব দরকার হয়ে পড়ে। শ্রোতারা অনুরোধ করেন ফিরোজা যেন আবার গানের জগতে ফিরে আসেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রেডিওতে ফিরোজা বেগমের গানই প্রথম শোনা যায়।

কবি নজরুল যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাঁর লেখা গানগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে শুরু করে। তাই ফিরোজা ঠিক করেন, যে ভাবেই হোক তিনি নজরুলগীতি চালিয়ে যাবেন। কারণ, তিনি চাইতেন নজরুলগীতি যেন বাংলা গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে গণ্য হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফিরোজা গান গেয়েছেন, ছোট গ্রাম থেকে শুরু করে বিশ্বখ্যাত সিটি হল, সব জায়গাতেই শোনা গেছে তাঁর মিষ্টি কণ্ঠ।

boobook